কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়

নং- ১২. ০০. ০০০০. ০২২. ৩৬. ১০৩.২০. ১৭১

তারিখঃ ০৫/০২/১৪২৭ ব:
১৯/০৫/২০২০ খ্রি:

প্রাপকঃ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়ঃ বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আউশ মৌসুমে সেচ প্রণোদনা কার্যক্রম বাবদ ৪০০. ০০ লক্ষ (চার কোটি) টাকা বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর অনুকূলে ছাড়ে সরকারি আদেশ জারি সংক্রান্ত।

সূত্রঃ অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ০৭.০০.০০০০.১২০.০১৫.০২৬.২০১৯.৭০৪, তারিখঃ ১৯/০৪/২০২০

মহোদয়

আমি আদ্দিষ্ট হয়ে জানাচ্ছি যে, বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হতে আউশ মৌসুমে সেচ বাবদ ৪০০. ০০ লক্ষ টাকার প্রণোদনা প্রদানের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। বরেন্দ্র এলাকার ১৬টি জেলায় মোট ৮১, ০০০ হেক্টর জমিতে প্রতি হেক্টর ৪৯৩. ৮৩ টাকা হারে মোট ৪০০. ০০ লক্ষ (০৪ কোটি) টাকার সেচ প্রণোদনা দেয়া হবে। সেচ প্রণোদনা একটি নির্দিষ্ট প্রিপেইড স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্কিমের আওতায় আউশ মৌসুমে আবাদকৃত জমিতে সেচ প্রদান করা হবে। স্থানীয় প্রশাসন ও ডিএই'র সহায়তায় জমির পরিমাণ ও কৃষকের তালিকা প্রনয়নপূর্বক সেচ প্রদান করা হবে।

বর্ণিতাবস্থায়, সেচ প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুকূলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের চলতি ২০১৯- ২০ অর্থবছরের সংশোধিত পরিচালন বাজেটে ১৪৩০১০১- ১২০০০০৬১৫- ৩৫১১১০১ কৃষি ভর্তুকি খাতে বরাদ্দকৃত ৮০০০. ০০ কোটি টাকা হতে ৪০০. ০০ লক্ষ (চার কোটি) টাকা ছাড় মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হলো। এ প্রণোদনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ১৯/০৫/২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত নীতিমালা/পদ্ধতি এর আওতায় যাবতীয় আর্থিক বিধিবিধান এবং নিম্নলিখিত শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন। নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিস্বাক্ষরিত বিলের মাধ্যমে ছাড়কৃত অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন।

শর্তাবলী:

১. বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আউশ মৌসুমে সেচ বাবদ প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন এর ক্ষেত্রে এ অর্থ ব্যয় করা হবে তা চলমান "কৃষি পূনর্বাসন মঞ্জুরি" কার্যক্রমের সাথে এবং চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি/চলমান অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা পরিহার নিশ্চিত করতে হবে এবং পরবর্তী প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে এ সংক্রান্ত প্রত্যয়ন প্রদান করতে হবে;

২. কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯/০৫/২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত "বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আউশ মৌসুমে সেচ বাবদ প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা/পদ্ধতি"(সংযুক্ত)এর আলোকে এ প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে;

৩. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPA 2006 এবং PPR 2008 অনুসরণসহ যাবতীয় আর্থিক বিধি- বিধান যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে;

৪. ছাড়কৃত অর্থের অব্যয়িত অংশ ৩০শে জুন' ২০২০ এর মধ্যে অবশ্যই সরকারি কোষাগারে জমা/সমর্পণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কোডে সমন্বয় করতে হবে;

৫. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে।

স্বাঃ

মোঃ আমিরুল ইসলাম
উপসচিব
ফোন : ৯৫৪৫০৮১
ই- মেইল : moabudget@yahoo.com

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, প্রধান কার্যালয়, বরেন্দ্র ভবন, রাজশাহী- ৬০০০।
৩. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. প্রোগামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য।
৬. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা,কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।

০৭/০৯/২০২০

মোঃ আমিরুল ইসলাম
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আউশ মৌসুমে সেচ বাবদ প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা/পদ্ধতি

১. উপজেলা ওয়ারী ব্যবহৃত সেচযন্ত্রের বিপরীতে সেচ এলাকায় প্রণোদনা প্রদান করতে হবে।

২. প্রতিটি সেচযন্ত্রের বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট প্রি-পেইড স্মার্ট কার্ড থাকবে এবং উক্ত কার্ডের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্কিমের আওতায় আউশ মৌমুমে আবাদকৃত জমিতে সেচ প্রদান করতে হবে।

৩. স্থানীয় প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে স্কিমওয়ারী জমির পরিমাণসহ কৃষকগণের তালিকা প্রণয়ন করতে হবে এবং তদানুযায়ী সেচ প্রদান করতে হবে।

৪. প্রণোদনার অর্থ একত্রে ব্যবহার না করে পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করতে হবে। সেচের প্রয়োজন না থাকলে অর্থাৎ বৃষ্টিপাত হলে অব্যবহৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করতে হবে।

৫. ব্যয়কৃত অর্থের হিসাব বিবরণী মন্ত্রণালয়ে যথাসময়ে প্রেরণ করতে হবে।

১৯.০৫.২০২১

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
অতিরিক্ত সচিব